দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 SEP 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 3

126

শিক্ষাঙ্গনে

কর্মমুখী শিক্ষা

শিক্ষা মানুষকে জীবনের পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাও জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষের জীবন সুগঠিত হয়। আর সে লক্ষ্যে দেশে সর্বত্র গড়ে তোলা হয়েছে অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানুষের জীবন সুন্দরভাবে গঠনের প্রচেষ্টা চলে।

কিন্তু নানা ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেই যথার্থ শিক্ষিত হওয়া যায় না। সে শিক্ষাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যাতে কোন পেশার উপযোগী করে গড়ে তোলা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যে শিক্ষা জীবিকার সুযোগ এনে দেয় না, সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। দেশের উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষা-দীক্ষার উপর। সেই শিক্ষা যুগোপযোগী না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষাব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে শিক্ষার সংগে আমাদের বাস্তব কর্মক্ষেত্রের সামঞ্জস্যতা বজায় থাকে। কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যে শিক্ষা লাভ করা হচ্ছে তার সঙ্গে জীবনের কোন যোগাযোগ নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা পরিশ্রম করে ডিগ্রী অর্জন করছে সত্যি। কিন্তু তাদের মেধা থেকে দেশ প্রকৃতভাবে কোন উন্নয়ন কর্ম পাচ্ছে না। তার প্রকৃত কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। পরাধীনতার আমলে শাসকশ্রেণী যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করেছিলেন তা ছিল নিতান্তই নিজেদের হীন স্বর্থে একশ্রেণীর অনুগত কর্মচারী সৃষ্টির জন্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার একযুগ পর আজও অতীতের সে ব্যবস্থা অনুসরণ করা হচ্ছে। তাই আজকের দিনে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে বেড়িয়ে আসছে তারা পুঁথিগতভাবে শিক্ষিত হলেও তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রসারতা তাদের কর্মক্ষেত্রে ঘটছে না। যার ফলস্বরূপ বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে অগণিত হারে। এছাড়া জীবনের নানা কাজের জন্য উপযুক্ত লোকের অভাব হচ্ছে। তাহলে বলা যায়, শিক্ষিত লোক যদি উপযুক্ত কাজে না লাগতে পারে তাহলে সে শিক্ষাটা হয় অপচয়মূলক, অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা।

কাজেই জাতীয় জীবনের এই সমস্যা কাটানোর জন্য দরকার আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করে তোলা। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি এমন কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা দরকার যা অবলম্বনে জীবিকার উপায় বেরকরা যেতে পারে। একটা বিশেষ শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও প্রাথমিকভাবে সবাই তা গ্রহণ করতে পারে এবং পরে নিজ পছন্দানুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভ করতে পারে। উচ্চতর পর্যায়ে চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারতা করা প্রায়োজন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারতা ঘটাতে পারিলে একদিকে যেমনি দক্ষ কারিগর তৈরীতে সহায়ক হবে অন্যদিকে বেকার সমস্যা অনেকাংশে কেটে যাবে। উচ্চতর পর্যায় ছাড়া ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বংসম্পূর্ণ করার জন্য বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে নানা ধরনের পেশাভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থাকে স্থান দিতে হবে। তাহলে যথার্থ শিক্ষিত কর্মী তৈরীতে দেশে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।

উন্নত দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পনা করা হয় জাতীয় জীবনের প্রয়োজন অনুসারে। অন্যদিকে আমাদের দেশের মতো অনুন্নত দেশে শিক্ষার প্রসার ও পরিকল্পনা না থাকায় শিক্ষার্থী তথা জাতির ভবিষ্যৎ থাকে নৈরাশ্যের ছায়ায় ঢাকা। তাই জাতীয় জীবনের বৃহত্তর স্বার্থে যুগোপযোগী তথা কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে দেশের উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ় করা বর্তমানে অপরিহার্য।

—নাঈমা খানম বিউটি